হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 5, Issue No. 10, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, September 2016

''আমার জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুদেব বলিতেনঃ তোতাপাখিকে যতই 'হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল' শেখাও না কেন, বেড়াল যখন গলা টিপে ধরে, তখন সব ভুল হয়ে যায়। তুমি সারাক্ষণ প্রার্থনা করিতে পারো, যত দেবতা আছেন, সকলের পূজা করিতে পারো, কিন্তু যতক্ষণ না আত্মানুভূতি হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নাই। বাগাড়ম্বর নয়, তত্ত্বালোচনা নয়, যুক্তিতর্ক নয়, চাই অনুভূতি।''

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিকৃত ইতিহাস সংশোধনের দাবিতে হিন্দুবীর গোপাল মুখার্জীর স্মরণে

হিন্দু সংহতি-র ঐতিহাসিক পদযাত্রা

বামপন্থীরা তাঁকে গুন্ডা বলেছিল। দীর্ঘ ৩৪বছর এ রাজ্যে বামশাসনে পশ্চিমবাংলার রক্ষাকর্তার কপালে জুটেছে গুন্ডার বদনাম, অপমান। পরবর্তী প্রজন্মও তাঁকে গুন্ডা বলেই চিনতে শিখেছে। বামপন্থী শাসন ও তাদের ঐতিহাসিকদের ইচ্ছাকৃত এই ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার হিন্দু সংহতি। ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গা রোধে ভূমিকা নিয়েছিলেন গোপাল মুখার্জী। জিন্না সুরাবর্দীর চক্রান্তের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। অত্যাচারিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বিদেশী শাসকের পদলেহনকারী মুসলিম তোষণকারী বামপন্থীরা এ হেন বীর পুঙ্গবকে গুন্ডা নাম দিয়ে কলঙ্কিত করতে চেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে হিন্দু সংহতি ও তপন ঘোষ তাঁকে বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বাঙালী হিন্দু জেনেছে তাদের প্রকৃত ইতিহাস। তাই আজ নতুন প্রজন্ম তাঁকে গুন্ডা না বলে সম্মানের চোখে দেখতে শিখেছে।

গোপাল মুখার্জীর আসল পরিচয়টা আর একটু পরিষ্কার করা দরকার। তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী অনকূল মুখার্জীর ভ্রাতুষ্পুত্র। মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির সময় পুরো বঙ্গটাই দাবি করে। কংগ্রেস নের্তৃত্ব সেটা প্রায় মেনে নিলেও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বেঁকে বসেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতেই থাকার সিদ্ধান্ত হয়। এতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন জিন্না সুরাবর্দীরা। হিন্দুদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ঠিক করলেন ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট থেকে ১৯শে আগস্ট তিন-চারদিন যে নারকীয় হত্যালীলা মুসলিম লীগের গুন্ডারা কলকাতায় চালিয়েছিল তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে গোপাল মুখার্জী হিন্দুদের রক্ষায় এগিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের ভাবধারায় বিশ্বাসী। তাই অস্ত্রের জবাব তিনি অস্ত্র দিয়েই দিলেন। তাঁর প্রবল প্রতিরোধের সামনে তখন মুসলমানরা দিশেহারা। তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হল। দাঙ্গা বন্ধ হল। কলকাতা খুনীদের কবল থেকে মুক্ত হল। বঙ্গের পশ্চিম অংশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বলে মেনে নিল মুসলিম লীগ। সেদিন গোপাল মুখার্জী অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই আজ আমরা ভারতবাসী। নইলে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে আজ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু হতে হত। এই মানুষটাকেই বামপন্থী ভাবধারার ঐতিহাসিকরা গুন্ডা বলে ইতিহাস বিকৃত করেছিলেন। আজ এদের মুখোশ সাধারণের সামনে খুলে দিয়েছে হিন্দু সংহতি।

বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এই ঐতিহাসিক পদযাত্রায় প্রস্তুতি চলছিল। ১৬ই আগস্ট, মঙ্গলবার বেলা বাড়তে না বাড়তেই বিভিন্ন জেলা থেকে হিন্দু সংহতির কর্মীরা কলকাতার রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমা হতে থাকে। বেলা ১টার মধ্যেই প্রায় পনেরো হাজার কর্মী সমর্থক সেখানে হাজির হয়। পদযাত্রায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বম্বে থেকে আগত বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। এছাড়া অম্বিকানন্দ মহারাজ, আগমানন্দ মহারাজ, চিত্তরঞ্জন সুরাল ও বিশিষ্ট কবি রবিজ্যোত সিং এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশাল এই মিছিল শুরু হয় দুপুর দুটোয়। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ মহামিছিলের শুভসূচনা করেন। মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

শেষাংশ ৬ পাতায়

আমাদের কথা

বালোচ নিয়ে মোদীর মাস্টারস্ট্রোকে পাকিস্তান কুপোকাৎ

কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে যখন একতরফা পাকিস্তান ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল তখন বালুচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানকে বিপাকে ফেলে দিল ভারত। বলা চলে মোদীর একটা মাস্টারস্ট্রোকেই পাকিস্তান কুপোকাৎ। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরেও অধিবাসীরা শরিফ সরকারের বিরুদ্ধে টানা বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে। আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান যখন জেরবার তখন তার ফায়দা তুলতে ভারত এতটুকু সময় নষ্ট করেনি। বালুচিস্তান ও পাক্ অধিকৃত কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শুধু সমর্থনই নয়, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে ভারত সরকার।

নিরাপত্তা রক্ষীর গুলিতে জঙ্গি বুরহানের মৃত্যুর পর উত্তাল হয়ে ওঠে কাশ্মীর। সেই আঁচ এখনও পুরোপুরি নেভেনি। প্রশাসনকে অসহযোগিতা করা, নিরাপত্তারক্ষী ও ভারতীয় সেনাদের লক্ষ্য করে অবিরাম ইঁট-পাথর বৃষ্টি, বোমা ছোঁড়া, জায়গায় জায়গায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া ভূস্বর্গে এখন নিত্যদিনের ব্যাপার। কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্ট জানাচ্ছে এসবের পিছনে আছে আইএসআই তথা পাকিস্তানের হাত। কাশ্মীরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে ভারতকে বিপাকে ফেলাই তাদের লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্যে তারা অনেকাংশে সফল তাও স্বীকার্য। ভারত থেকে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়ার প্ল্যান পাকিস্তানের অনেক দিনের। পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি উগ্রপন্থী গোষ্ঠী (জয়েশ- ঈ-মহম্মদ, লস্কর- ঈ- তৈরা প্রভৃতি) একাজে নিয়োজিত আছে। আর সর্বোপরি আছে কাশ্মীরি মুসলিমরা। তারা ভারতে থাকবে, ভারতের খাবে-পড়বে, কিন্তু পাকিস্তানের জয়গান গাইবে। না-পাকি কাশ্মীরকে পাকি কাশ্মীর করার জন্য জঙ্গিপনা চালাবে। এতবড় একটা সমস্যা সমাধান সহজে হবার নয়। যদিও বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার কাশ্মীর সমস্যাকে ভালোভাবেই ট্যাকল করেছে ও করবে।

কিন্তু বালোচ রিপাবলিকান পার্টি পাকিস্তানের এত সাধের প্ল্যানে জল ঢেলে দিয়েছে। তাদের নেতা বারহুমদাগ বুগতি সম্প্রতি এক বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে অনুরোধ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে বুগতি বলেন, শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার ছলে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে পাকিস্তান সরকার। শিক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা - তিন দিক দিয়েই তারা দীর্ঘদিন ধরে শোষিত। স্বাধীন বালোচিস্তান গড়ে তুলতে না পারলে এই কঠিন অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি নেই। তাই বুগতি সরাসরি বলেন, ভারতের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের উচিৎ তাঁদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা। বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা'য় ভারতের পতাকাও উড়তে দেখা গেছে।

বালোচ প্রশ্নে নাজেহাল পাকিস্তানকে আরও কোনঠাসা করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এটা একটা মাস্টারস্ট্রোক। তিনি 'স্বাধীন বালোচিস্তান' -কেই শুধু সমর্থন করেননি, তিনি তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কাশ্মীর ইস্যুর পাল্টা জবাব হিসিবে বালোচ বিদ্রোহীর সমর্থন 'ইটের বদলে পাটকেল' বলেই বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন।

এখানেও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো বামপন্থীরা দেশ বিরোধীতায় নেমে পড়েছে। বামপন্থী নেতা সীতারাম ইয়েচুরি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মোদীর হস্তক্ষেপকে অনৈতিক বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ এরাই বুরহান ও কাশ্মীরিদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। যাদের মৌলিক কোনো ভাবনা নেই তারাই কেবল এইরকম দ্বিচারিতা করতে পারে। সারাবিশ্বে বামপন্থী ভাবধারা আজ ব্রাত্য। এ দেশেও দূরবীন দিয়ে তাঁদের খুঁজে দেখতে হচ্ছে। এঁদের বুদ্ধির মতো এঁরাও ক্রমশ সূক্ষ হচ্ছেন। সূক্ষ হতে হতে এঁরা একদিন ভারত থেকে অন্তর্হিত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিশেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। ধন্যবাদ দিতে হয় তাঁর সাহসিকতার জন্য, শত্রুকে শত্রু বলে চিনতে পারার জন্য। এক্ষেত্রে কম্পোমাইজ করার অর্থই হলো অপমৃত্যু। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে এক দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও পৌরষসত্তা আছে। দেশ তাঁর হাতে সুরক্ষিত থাকবে বলেই মনে হয়।

ইসলাম বিরোধী পোস্টের দায়ে নদীয়ায় গ্রেফতার যুবক

ব্যাপক ভাঙচুর লুটপাট চালাল মুসলিম দুষ্কৃতিরা

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড় চাঁদঘর গ্রামের বাসিন্দা সিতম ঘোষ ওরফে রাজেশ। বেশ কয়েকদিন আগে সে ফেসবুকে ইসলামের সমালোচনামূলক একটি পোস্ট দিয়েছিল। পোস্টটি ছড়িয়ে পড়তেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নদীয়ার বড় চাঁদঘর গ্রাম মুসলিম অধ্যুষিত। তারা এবং বহিরাগত প্রায় চার হাজার মুসলিম ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের ঘর-বাড়ি আক্রমণ করে। ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর সাথে সাথে বেশ কয়েকটি বাড়িতেও তারা লুটপাট চালায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং রাজেশকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু তাতেও মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমিত করা যায়নি।

রাজেশ তার ফেসবুক আকাউন্টে একটি পোস্ট দেয়। সূত্রের খবর, রাজেশ জানিয়েছে কয়েকটি মুসলমান ছেলে হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করলে সে এই পোস্টটি ফেসবুকে দেয়। এতে ইসলাম অবমাননা হয়েছে বলে এলাকার মুসলমানরা প্রচার করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আশপাশের অঞ্চল থেকে প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমান বড় চাঁদঘর গ্রামে জড়ো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং মুসলমানদের অভিযোগের ভিত্তিতে তারা রাজেশকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। সূত্রের খবর অনুসারে, পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়ে ওই পোস্ট ডিলিট করিয়ে দিয়েছে এবং রাজেশকে ইসলাম বিরোধী পোস্টের জন্য তার ফেসবুকে টাইমলাইনে ক্ষমাও চাইতে হয়েছে। তারপরও তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু এত করেও মুসলিমদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি প্রশাসন। মৌলবাদী মুসলিমরা তাদের ধর্মের প্রতি আঘাতের প্রতিকার করতে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে। ব্যাপকভাবে নিরীহ হিন্দুদের বাড়ি-ঘর তারা ভাঙচুর করতে শুরু করে (এরমধ্যে রাজেশরও বাড়ি আছে)। একাধিক বাড়িতে তারা লুটপাট চালায় বলেও অভিযোগ। বাধা দিতে গেলে হিন্দুদেরকে তারা ব্যাপকভাবে মারধোর করে। ঘটনার তীব্রতায় প্রশাসন অবশেষে র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় পুলিশ মোট উনিশ জন মুসলিম দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করেছে। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

ইসলামী যুদ্ধনীতি

পূর্ব প্রকাশিতের পর..

পবিত্র রায়

হাদিসটিতে জানানো হচ্ছে প্রকাশ্যে খবর আসার পূর্বেই নবীজি এঁদের মৃত্যু সংবাদ বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা জানতে পেরেছিলেন। হাদিসগুলিতে বিশেষ ক্ষমতার কথা বলা হলেও তার চাইতে বেশি বিশ্বাসযোগ্য কথা হল নবীজি তাঁর বিশেষ আস্থাভাজন কোন গোয়েন্দা বাহিনী মারফত পূর্বেই জেনে গিয়েছিলেন। আর তাই অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। অর্থাৎ ঐ যুগে যুদ্ধ নিমিত্ত শক্তপোক্ত গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন- যা সত্যিই অতুলনীয় ভাবনার ফসল। আহযাবের যুদ্ধেও তেমনি গোয়েন্দা গিরি দৃষ্ট হয় (মুসলিম ৪৫০৫)।

এরপরই আসতে হয় কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার বিষয়ে। বোখারীশরীফের ৩৮৭৬, ৫২৭৭ ও ৫২৭৮ নং হাদিসের বর্ণনাকারী আবু রাজা। আবু রাজা ছিলেন আবু কেলাবার আযাদকৃত দাস। হাদিসটি এইরূপ ঃ ''একদিন ওমর ইবনে আব্দুল কাসামত বা নিষ্ঠুর সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে বললেন, তোমরা কাসামত বা নিষ্ঠুর আচরণ সম্পর্কে কি মতামত পোষণ কর?'' সকলেই জানালেন এটা করা যেতে পারে। আপনার পূর্বে রসুলুল্লাহ (স) ও খলিফারা কাসামতের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ইসলামে নিষ্ঠুর আচরণ স্বীকৃত শুধু নয়, স্বয়ং রসুলুল্লাহ এবং খলিফাগণ সেই নির্দেশ দিয়েছেন।

বোখারী শরীফের ৬৪৬৩ নং হাদিসটিতে একবার চোখ বোলানো দরকার। হযরত কারেস কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন জোবায়েরকে বলতে শুনেছি, ''আমি দেখেছি, ওমরের কঠোরতা ও প্রতিরোধ আমাকে ইসলামের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি। তোমরা ওসমানের উপর যে মারাত্মক নির্যাতন ও নিপীড়ন করেছে, তাতে ওহুদ পাহাড় বিদীর্ণ হলেও তা অতিরিক্ত হত না। এক্ষেত্রেও কঠোরতা ইসলামকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে। সুতরাং ইসলামী কঠোরতা যায়েজ মানতে হয়। মেশকাত শরীফের ৩৭৯৬ নং হাদিসে বলা হচ্ছে, রসুলুল্লাহ (সঃ) যখন ওকবা ইব্ন আবু মুঈতকে হত্যা করার মনস্থ করলেন, তখন সে বলল, আমাকে হত্যা করলে আমার শিশু সন্তানের প্রতিপালন কে করবে? রসুলুল্লাহ উত্তর দিলেন, ''আগুন''। নৃশংস উত্তর এর চাইতে আর ভালো কিছু হয় কি?

মেশকাত শরীফের ৩৮০০ নং হাদিসের বর্ণনাকারী বা রাবী হলেন, হযরত ইবনে ওমর। তিনি বলেছেন, একবার নবী করীন (সঃ) খালেদ বিন ওয়ালিদকে বনু জামীমার বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে পাঠালেন। খালেদ তাদেরকে ইসলামে আহ্বান জানালে তারা গ্রহণ করল। কিন্তু তারা বলতে পারলনা। তারা বলল, তারা ধর্মত্যাগ করেছে। খালিদ সব বন্দীকে হত্যা করতে থাকল এবং সবাইকে হত্যা করতে বলল। ইবনে ওমর নিজের বন্দীকে তো খুন করলইনা, উপরন্তু অনুগতদের কাউকে খুন করতে দিল না। নবীজির সম্মুখে এসে সম্পূর্ণ ঘটনা ইবনে ওমর জানালে নবীজি বললেন, খালেদের হত্যা কর্ম নবীজি খুশি ছিলেন না। এই খালিদ আরও বহু হত্যা করেছে। সেইসব হত্যার ব্যাপারে নবীজি কখনো জিম্মাদার নই, একথা বলেননি- অর্থাৎ জিম্মাদার, একথা মানতেই হয়। নবীজি কিন্তু হত্যাকে অবৈধ বললেন না! শুধুমাত্র জিম্মা গ্রহণ করেন না। আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখা যায় নবীজি এই নিষ্ঠুর হত্যাকারী খালেদ বিন ওয়ালিদকে খোদার তরবারি আখ্যা দেয়। সহীহ্ মুসলিম শরীফের ৪৪৫২ নং হাদিসটি জানাচ্ছে বদর যুদ্ধের ব্যাপারে খোদার সাহায্য করা ও গণীমত হালাল সম্পর্কে। এবং ঐ একই ব্যাপারে কোরাণ শরীফের সুরা আনফালের ৬৭ নং আয়াত নাযিল হল। ৬৭ নং আয়াতে বলা হল, দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। ৬৯ নং আয়াতে বলা হল, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ, তা উত্তম এবং বৈধ, ভোগ কর ও আল্লাহ্কে ভয় কর। অর্থাৎ ৬৭ নং হাদিস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ঐদিনকার অবস্থায় নবীজির পক্ষে বন্দী রাখা ঠিক ছিল না- হত্যা করা অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া সঠিক ছিল। ভালমতন কঠোরতা দেখা যায় না কি?

ইসলাম ত্যাগকারীর শাস্তি সবচাইতে মারাত্মক। কঠোরতা ও যে কোন রকমের নিষ্ঠুরতা তার উপর চলতে পারে। কোন দোষ হয় না। আবু দাউদ শরীফের ২৭৫৩ নং হাদিসটি তেমনই একটা হাদিস। মুসাইলিমার নবুয়তে বিশ্বাস করার জন্য কা'ব দ্বারা ইব্ন নাওয়াহাকে বাজারের মধ্যে হত্যা করা হয়। কারন সে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হওয়ায় মুনাফেক হয়ে পড়েছিল।

এইরূপ কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা করার কারণ ছিল অন্যধর্মীদের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া। শুধুমাত্র অন্য ধর্মীদের মনেই নয়- মুসলমানদের মনেও ভয় ধরানোর প্রয়োজন ছিল। কারণ হল ইসলাম কবুল করলেও ইসলাম ত্যাগ করার একটা চোরা অথচ তীব্র স্রোত ছিল। বোখারী শরীফের ৬৫৯৫ নং হাদিসটিই তার প্রমাণ। মোহম্মদের জীবদ্দশায় সিরিয়াবাসী বেশ কিছু মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে মুশরিকদের সাথে যোগ দিয়ে নবীজির বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সহীহ মুসলিম শরীফের ৬৮৬৪ নং হাদিসটির বর্ণনাকারী যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা)। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) ওহুদ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলেন। এমতাবস্থায় কিছু লোক নবীজির সঙ্গ ছেড়ে চলে গেল। তাদের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ্র সাহাবীরা দু'ভাগ হয়ে পড়ল। কেউ বলল আমরা তাদের হত্যা করব- অন্যরা বলল হত্যা করব না। তখন আয়াত অবতীর্ণ হল, ''তোমাদের কি হল, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দল হয়ে গেলে? যখন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তোমরা কি তাকে সৎভাবে আনতে চাও এবং আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তুমি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবে না।'' অর্থাৎ নবীজির জীবদ্দশাতেই বহু মানুষ ধর্মত্যাগ করে মুনাফেক হয়ে গিয়েছিল এবং ধর্মত্যাগ করার একটা তীব্র চোরাস্রোত ছিল- একথা বলা যায়। ধর্মত্যাগ ঠেকাতে নিষ্ঠুরতার সাথে মুনাফেক হত্যার বিধান দেওয়া ছাড়া নবীজির সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না।

খুব সম্ভবতঃ হযরত মোহাম্মদই যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নারীশক্তি ব্যবহার করা শুরু করেন। সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও আহত যোদ্ধাদের সেবা করা, অন্য যোদ্ধাদের পানি পান করান, যোদ্ধাদের খাবার তৈরী রাখা, প্রভৃতি কাজ করে নারীরা রসুলুল্লাহ্র বাহিনীকে সাহায্য করত। বোখারী শরীফের ২৬৯৯ নং হাদিসটিতে হযরত সাহল বর্ণনা করছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন রসুলুল্লাহ্র মুখমন্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। শিরস্ত্রাণও ভেঙে গিয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, আর ফতেমা রক্ত ধুয়ে পরিস্কার করে দিচ্ছিল। রক্তক্ষরণ আরও বেড়ে যাওয়ায় ফতেমা (রাঃ) একটা খেজুর পাতার চাটাই জ্বালিয়ে ছাই করলেন এবং ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। তাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ নারী হিসেবে বা নারী শক্তি হিসেবে ওহুদ যুদ্ধে ফাতেমার উপস্থিতি দেখা যায়। উম্মে সুলাইম অর্থাৎ আবু তালহার স্ত্রী তথা আনাস (রাঃ) এর মাতা নবীজীর সাথে বহু যুদ্ধে গমন করেছেন। আবু দাউদ শরীফের ২৭০৯ নং হাদিসটির বর্ণনাকারী হলেন আনাস ইবনে মালিক। তিনি বলেন হুনাইনের যুদ্ধের দিনে আবু তালহা কুড়িজন কাফিরকে খুন করেন। তাদের মালামালও লাভ করেন। যখন আবু তালহা উম্মে সুলাইমের সাথে দেখা করলেন, তখন উম্মে সুলাইমের হাতে একখানা খঞ্জর ছিল। নিজের আত্মরক্ষা ও শত্রু খুন করার জন্য মহিলারাও যুদ্ধ ময়দানে হাতে অস্ত্র রাখতেন এটা প্রমাণিত হল।

ক্রমশ...

অলিম্পিকে ভারতের লজ্জার হাত থেকে মুক্তির উপায়

তপন ঘোষ

প্রতি চারবছর পরপর ভারতকে এই লজ্জার মুখোমুখি হতে হয়। বিপুল লজ্জা। ১২৫ কোটি মানুষের দেশ অলিম্পিকে একটাও সোনার পদক জিততে পারে না। দু-একটা রূপো আর ব্রোঞ্জের পদক নিয়েই ফিরে আসতে হয়। অথচ বিশ্বের নামকরা শক্তিশালী দেশগুলি তো বটেই, এমনকি ছোট ছোট অতি দরিদ্র দেশগুলিও অলিম্পিকে বিভিন্ন খেলায় ও ইভেন্টে অনেক পদক পায়। আমাদের খেলোয়াড়রা পায় না কেন? কেন ভারতবাসীকে এই বিপুল লজ্জা বহন করতে হয় প্রতি অলিম্পিকে?

দরিদ্র দেশ জামাইকা। জনসংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ। আমাদের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জনসংখ্যা ১ কোটিরও বেশি। জামাইকা এবার অলিম্পিকে ৬টি সোনাসহ মোট ১১টি পদক পেয়েছে। সার্বিয়া নামক দেশের জনসংখ্যা ৭২ লক্ষ। তারা পেয়েছে ২টি সোনা, ৪টি রূপো সহ ৮টি পদক। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ভেঙ্গে বের হওয়া বেলারাস নামে একটি ছোট্ট দেশ যার জনসংখ্যা মাত্র ৯৬ লক্ষ, তারা পেয়েছে ১টি সোনাসহ ৯টি পদক। আজারবাইজান-এর জনসংখ্যা ৯৮ লক্ষ। পদক জিতেছে ১৮টি। পোলান্ডের জনসংখ্যা ৪ কোটির কম। ২টি সোনাসহ পদক পেয়েছে ১১টি। সুইডেনের জনসংখ্যা ৯৮ লক্ষ। পদক ১১টি। কানাডার জনসংখ্যা সাড়ে ৩ কোটি। পদক ৪টি সোনাসহ ২২টি। ক্রোয়েশিয়া জনসংখ্যা মাত্র ৪৫ লক্ষ। পদক ৫টি সোনাসহ মোট ১০টি। কেনিয়া জনসংখ্যা সাড়ে ৪ কোটি। পদক ৬টি সোনা, ৬টি রূপো, ১টি ব্রোঞ্জ। মোট ১৩টি। ডেনমার্ক জনসংখ্যা মাত্র ৫৬ লক্ষ। পদক ২টি সোনা, ৬টি রূপো, ৭টি ব্রোঞ্জ, মোট ১৫টি।

আর দেশের নাম বাড়িয়ে লাভ নেই। ১২৫ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষ এবার অলিম্পিকে পেয়েছে মাত্র ১টি রূপো ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক। পি. ভি. সিন্ধু ও সাক্ষী মালিক। তাদেরকে নিয়ে অবশ্য আমরা মাতামাতি কম করিনি! কিন্তু এই লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই? এর কি কোন প্রতিকার নেই? আমি মনে করি আছে। অলিম্পিকে ভারতের মান উন্নত করার উপায় আছে।

কিভাবে করা যাবে? এজন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণেরও কিছু দায়িত্ব, কর্তব্য আছে।

জনসাধারণের কর্তব্য হচ্ছে, তাদের ক্রিকেটাসক্তি কম করা। আমার ছোটবেলায় ক্রিকেটে ওয়ান ডে, টি-২০, ইত্যাদি ছিলনা। তখন পাঁচদিনের টেস্ট ম্যাচ হত। আমিও জয়সীমা, কুন্দেরন, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি খেলোয়াড়ের ভক্ত ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন সেই ছোটবেলাতেই মনে আসত। পাঁচদিন সারাদিন ধরে যা অনুষ্ঠিত হয়, তা খেলা কি করে হয়? খেলা তো কাজের ফাঁকে একটু আনন্দের জন্য। অর্থাৎ এত দীর্ঘ সময় ধরে যা হয়, তা আর যাই হোক খেলা হতে পারে না। জনসাধারণের এটা বোঝা দরকার আছে যে ভারতে ক্রিকেট আর খেলা নয়। ওটা হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের একটা মাধ্যম মাত্র। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের জিনিস বিক্রির জন্য ক্রিকেটের পিছনে টাকা ঢেলে তাকে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। মানুষের এটা মনে রাখা দরকাব, সারা বিশ্বে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়া ছাড়া আর কোন উন্নত দেশ ক্রিকেট খেলে না। যে দেশগুলো ক্রিকেট খেলে তারা প্রায় সবাই আগে ইংলন্ডের কাছে পরাধীন দেশ ছিল। অস্ট্রেলিয়াও। অর্থাৎ ক্রিকেট হচ্ছে পরাধীনতার প্রতীক। মানসিক দাসত্বের চিহ্ন। আমাদের কাছে গ্যারি সোবার্স বা ব্রাডম্যান যতই লিজেন্ডারি ব্যক্তিত্ব হোন না কেন, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানীর কোন শিক্ষিত ব্যক্তিও ওই দুজনের নামই শোনেনি কোনদিন।

সাধারণ শিক্ষিত সম্পন্ন ভারতবাসী যখন ক্রিকেটকে গুরুত্ব কম দেবে, কেবলমাত্র তখনই অন্য খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। সেই খেলাগুলো গুরুত্ব পাবে। উন্নতি হবে।

কিন্তু আসল দায়িত্ব পালন করতে হবে সরকারকে। খেলার উন্নতিতে সরকারের প্রধান কাজ কী? প্রধান কাজ দুটি। প্রথম, খেলাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। ক্রীড়াক্ষেত্রে যেখানে সরকারের একটা টাকাও ব্যয় হবে, সেখানে একজনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেন না থাকে। উদাহরণ-একসময় ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। তাঁর নিজের কথায়, তিনি কখনো ফুটবল খেলেননি। অনুরূপভাবে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোশিয়েশন, এশিয়ান গেমস্, বিভিন্ন স্পোর্টস বডিতে অনেক রাজনৈতিক নেতারা বসে আছেন। তাঁরা সবসময় স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি করেন। তাঁদের অধীনে কখনো মেধা ও প্রতিভা স্বীকৃতি পায় না। পায় ভাই-ভাতিজারা। এর সবথেকে বড় উদাহরণঃ- বিগত ডঙ্ক মনমোহন সিং-এর সরকারে ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন সুরেশ কালমাদি। তিনি যে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোশিয়েশন তৈরী করে দিয়েছিলেন, ২০১৪-তে মোদী সরকার এসে তা পরিবর্তন করেননি। করলেই তো হিন্দুবিরোধী মিডিয়ারা শেয়ালের মত হুক্কা হুয়া রব তুলে দিত-মোদী প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাই আগের সরকারের নিযুক্ত সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের লোক ভরে দিচ্ছে। তাই এবার রিও অলিম্পিকে ভারত থেকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সঙ্গে সাহায্য করার জন্য ৬৪ জন অফিসিয়াল সেখানে গিয়েছিলেন। যখন মহিলা ম্যারাথন দৌড় হচ্ছিল, ভারতের রানার ও. পি. জইশাকে একটা জলের বোতল দেওয়ার জন্য একজনও অফিসিয়াল সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তারা সব মার্কেটে, মলে আর সী-বীচে ফুর্তিতে ব্যস্ত ছিলেন। একফোঁটা জল না পেয়ে ৪২ কিমি. দৌড়ানোর পর জইশা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অলিম্পিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনঘন্টা পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে।

এই ৬৪ জন দায়িত্বজ্ঞান ফুর্তি বাজ অফিসিয়ালকে কে বা কারা মনোনীত করেছিল? মনমোহন সিংয়ের ক্রীড়ামন্ত্রী সুরেশ কালমাদি ও তাঁর নিযুক্ত ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থা। এরমধ্যে অন্যতম এথেলেটিকস্ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (A. F. I)। এই সংস্থার সেক্রেটারি সি. কে. ভালসন। রিও থেকে ফিরে এসে জইশা যখন তাঁর অভিজ্ঞতা এখানে সকলকে জানালেন, সি. সি. ক্যামেরাতে তোলা ভিডিও তে সেকথা প্রমাণিত হল, তারপরও এই সি. কে. ভালসন নির্লজ্জের মত জইশাকেই দোষারোপ করছিলেন। এতখানি ঔদ্ধত্য তার। এই ঘটনাটা তো প্রকাশ্যে এল। কিন্তু সব ঘটনা প্রকাশ্যে আসে না। ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের কোন গুরুত্বই নেই। তা হচ্ছে সরকারী রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রীদের ও তাদের আত্মীয়-চাপলুসজের ফুর্তি করার জায়গা। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে প্রতি অলিম্পিকে আমাদেরকে এই লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে। এর থেকে অনেক ভাল-অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধি না পাঠানো।

সরকারের দ্বিতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় কাজ আছে। তা হচ্ছে, খেলোয়াড়, অ্যাথলেটিক, সাঁতারু, তীরন্দাজ ইত্যাদি সিলেকশন ও প্রশিক্ষণের জন্য শহরের বদলে গ্রামকে গুরুত্ব দেওয়া। কলকাতার কলেজ স্কোয়ার, হেদুয়া অথবা বালিগঞ্জের রবীন্দ্র সরোবরে গিয়ে যেন প্রতিভাবান সম্ভাবনাময় সাঁতারু না খোঁজা হয়। সাঁতারু চয়ন করতে পুরী, রামেশ্বর বা কালিকটের সমুদ্রতীরে যেন খোঁজা হয়। ভারতে প্রায় ৩০০০ কিমি. সমুদ্রতীর আছে। আন্দামান ধরলে আরও অনেক বেশি। সমুদ্রপাড়ের ছেলে মেয়েরা, বিশেষ করে জেলেদের ছেলে মেয়েরা এমনিতেই সমুদ্রে সাঁতার কাটে। তাদের দমও অনেক বেশি হয়। সেখানে সাঁতারুর সন্ধান না করার কোন ক্ষমা নেই। একই কথা প্রযোজ্য অ্যাথলেটিকস্-এর সমস্ত বিভাগে। আমি নিজে দেখেছি গোপীবল্লভপুরে জঙ্গলে ৭-৮ বছরের শিশুকে খরগোসের পিছনে তীব্র বেগে ছুটতে। শহরের বাচ্চা তা কল্পনাও করতে পারবে না। তীরন্দাজ বস্তারের বা ঝাড়খন্ডের জঙ্গলে না খুঁজে বম্বে শহরে খুঁজলে কোনদিনই আমরা অলিম্পিকে সাফল্য পাব না।

সুতরাং সরকারের এই দুটি কাজ। ক্রীড়াদপ্তরকে করতে হবে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত ও খেলোয়াড়যুক্ত। আর খেলোয়াড় খোঁজা ও প্রশিক্ষণের জন্য শহর বাদ দিয়ে গ্রামে নজর দিতে হবে। এই দুটি কাজ ঠিকমত করলেই আমরা অলিম্পিক লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পাব।

১৬ই আগস্ট হিন্দু সংহতির সভায় আসায় মুসলিমদের তাণ্ডব ঃ আক্রান্ত বিশিষ্ট কবি রবিজ্যোত সিং, দেবদত্ত মাজী

গত ১৬ই আগস্ট হিন্দু সংহতির কলকাতার সভায় উপস্থিত হয়েছিল ওরা। এটাই ওদের অপরাধ। ফেরার পর তাদের শুধু মারধোরই করা হয়নি, তাদের বাড়ি ঘরও ভাঙচুর করলো ঐ গ্রামের মুসলমানেরা। ঘটনাটি ঘটে হাড়োয়া থানার আটপুকুর অঞ্চলের হুলোপাড়ায়।

হুলোপাড়ায় ভুবন মন্ডল, তারক মন্ডল, গোপাল মন্ডল, রাম কুমার মন্ডল সহ আরো অনেক তপশীলি জাতির হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সংহতি করে। গত ১৬ই আগস্ট হিন্দু সংহতির গোপাল মুখার্জী স্মরণে পদযাত্রায় যোগদান করতে তারা কলকাতায় আসে। বাড়ি ফেরার পথে ঘুসিঘাটা খেয়া ঘাটে মুসলিমরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতে থাকে। এরাও প্রতিবাদ করলে উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। উল্লেখ্য, খেয়াঘাটটি এলাকায় দুষ্কৃতি বলে পরিচিত বাহার আলির দখলে। তারই দলের ছেলেদের সঙ্গে বচসা বাঁধে। আশপাশের যাত্রীরা তখনকার মতো বিষয়টি মিটিয়ে দেয়। যে যার মতো বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু রাত ৮টা সাড়ে আটটা নাগাদ প্রায় এক-দেড়শো মুসলিম হুলোপাড়া আক্রমণ করে। ব্যাপক বোমা চার্জ করলে হিন্দুরা আতঙ্কে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সেই সুযোগে এলাকার দখল নেয় মুসলিমরা। এমনিতেই ওই অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত। ভুবন, তারক, গোপাল, কাননবালা, রামকুমার, গণেশ, বিধু প্রভৃতির বাড়িতে তারা ভাঙচুর চালায়। ভুবনদের মারধোর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এলাকায় মফিজুল মোল্লা, অলি মোল্লা, মিজান মোল্লা মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছে বলে ভুবন এই সংস্থার প্রতিনিধিদের জানিয়েছে।

রবিজ্যোৎ সিং

দেবদত্ত মাজী

হাড়োয়া অঞ্চলের হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মী মৃত্যুঞ্জয় সাউ বিষয়টি সংহতি সভাপতি তপন ঘোষকে জানালে ১৮ই আগস্ট কলকাতা থেকে সহসভাপতি দেবদত্ত মাজীর নেতৃত্বে তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল হুলোপাড়ায় যায়। দিল্লি থেকে আগত বিশিষ্ট কবি রবিজ্যোত সিং তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন যুগশঙ্খের এক সাংবাদিকও।

ঐদিন বেলা ১১টা নাগাদ দেবদত্ত মাজী, মৃত্যুঞ্জয় সাউ ও টোটন ওঝা রবিজ্যোত সিং ও যুগশঙ্খের সাংবাদিককে নিয়ে হুলোপাড়ায় এসে উপস্থিত হন। তাঁরা যখন এলাকা পরিদর্শন করছিলেন তখন বেশ কিছু মুসলমান মফিজুল মোল্লার নেতৃত্বে তাদের ঘিরে ধরে।

হুলোপাড়ায় আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেবদত্তবাবু জানান, গন্ডগোলে তাদের বেশ কয়েকজন কর্মীকে মারধোর করা হয়েছে এবং তাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। মফিজুল জানায়, এখানে কোন গন্ডগোল হয়নি। ভুবনরা মদ খেয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি ও ভাঙচুর করেছে। এখানে কোন রিপোর্ট করা বা ছবি তোলা যাবে না। ভুবনরা মফিজুলের কথা অস্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ২০০-২৫০ মুসলমান ঘটনাস্থলে এসে জাড়ো হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে দেবদত্ত রবিজ্যোত সিংকে এক কর্মীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। হঠাৎ-ই মুসলমানরা প্রতিনিধি দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেবদত্ত মাজী, মৃত্যুঞ্জয় ও টোটনকে মারতে মারতে খেয়াঘাটে নিয়ে আসে। তাদের সকলের মোবাইল ফোন (মোট চারটি) কেড়ে নেওয়া হয়। টোটনের সোনির হ্যান্ডিক্যাম, দেবদত্ত মাজীর নিকনের ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে রবিজ্যোত সিং হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও সমস্ত বিষয়টি জানান। তপনবাবু প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যে হিন্দু সংহতির তিন প্রতিনিধি ও রবিজ্যোত সিংকে উদ্ধার করে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে আসে। সেখানেও মুসলিমরা জড়ো হয়ে চেঁচামেচি শুরু করলে ক্যাম্পের অফিসার মহম্মদ আব্দুল রহমান মন্ডল বাধ্য হয়েই হাড়োয়া থানায় খবর দেয়। অবশেষে হাড়োয়া থানা থেকে পুলিশ গিয়ে রবিজ্যোত সিং, দেবদত্তদের উদ্ধার করে হাড়োয়া থানায় নিয়ে আসে। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। হাড়োয়া থানা তাদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করলেও সঙ্গে সঙ্গে তাদের জামিন দিয়ে দেওয়া হয়। পাল্টা দেবদত্ত হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারধোর ও মোবাইল-ক্যামেরা ছিনতাই- এর অভিযোগ এনে একটি কেস দায়ের করেন (এফআইআর নং ২৭৩/১৬, তারিখ-১৬. ০৮.১৬)। ইতিমধ্যে হিন্দু সংহতির দেবতনু ভট্টাচার্য, সুজিত মাইতি হাড়োয়া থানায় এসে পড়েন। হাড়োয়া থানার ওসি শুভ সান্যাল খোয়া যাওয়া জিনিস ফেরত দেওয়ার কথা বললেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোন মালই পাওয়া যায়নি। রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ তারা কোলকাতায় ফিরে আসেন।

সাঁকরাইলে অখন্ড ভারত দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিবছরের মতো এবছরও হিন্দু সংহতির সাঁকরাইলের কর্মীরা অখন্ড ভারতদিবস উদ্‌যাপন করলো। ১৪ই আগস্ট বাসদেবপুর রাজগঞ্জ পাঠাগারের হলঘরে এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে তারা। প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ভারতমাতার ছবিতে পুষ্প দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। আশীর্বাদক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভোলাগিরি শক্তিপীঠ আশ্রমের স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজ। হিন্দু সংহতির উপদেষ্টা শ্রী চিত্তরঞ্জন দে, সহসভাপতি শ্রী সমীর গুহরায় এবং উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী শ্রী পীযূষ মন্ডল এবং ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী সত্যেন্দ্র কুমার যাদব মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এলকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঐদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রচন্ড বৃষ্টির ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সভার কাজ নির্দিষ্ট সময়েই শুরু হয়। প্রায় ৭০০ জন তরুণ হিন্দু সভায় যোগদান করেন। অম্বিকানন্দ মহারাজ তাঁর বক্তব্যে বলেন, চিরকাল ভারতের ইতিহাস বিকৃত করে লেখা হয়েছে। সেখানে হিন্দুকে ও তার ধর্মকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এই বিকৃতি ইতিহাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, আজ ইতিহাস সংশোধনের সময় এসেছে। হিন্দু যুবকদের এ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান তিনি জানান। সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, দেশভাগের যন্ত্রণা আজও ভারতবাসীকে বুকে করে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর যে রাষ্ট্রটার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেই পাকিস্তান ১৪ই আগস্ট স্বাধীন হল। আর ভারত স্বাধীন হল ১৫ই আগস্ট। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও ভারতকে সেক্যুলার দেশ ঘোষণা করা কংগ্রেসের অপরিনামদর্শিতার পরিচয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এরই পরিণামে ভারতে আবার বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম নিয়েছে। কাশ্মীর হিন্দুশূন্য হয়ে গেছে, অদূর ভবিষ্যতে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি আক্রমণ অনিবার্য বলে তিনি জানান। বাঙালী হিন্দু একবার ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়েছে, আর যেন তাকে উদ্বাস্তু হতে না হয় তার জন্য শক্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ডাক দেন তিনি।

সত্যেন্দ্র যাদব বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করা ছাড়া আর কোন পথ নেই বলে উল্লেখ করেন। সংহতির সহসভাপতি সমার গুহরায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দেশ ভাগের পটভূমি ও তার পরিণাম নিয়ে আলোচনা করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাঁকরাইল বাসদেবপুর অঞ্চলের হিন্দু সংহতির বিশিষ্ট কর্মী সহদেব থান্ডার ও বিশ্বজিৎ।

জোর করে জমি দখল ঃ প্রতিবাদে মারধোর দুষ্কৃতিদের

জোর করে জমি দখল করে ধান রোপন করছিল মুসলিম দুস্কৃতিরা। বাধা দিতে গেলে জমির মালিককে মারধোরের অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার অন্তর্গত চড়পাড়া ফুলমালঞ্চ অঞ্চলে এমনই ঘটনা ঘটেছে গত ৭ই আগস্ট, রবিবার।

দুপুর ১১টা নাগাদ চরপাড়ার বাসিন্দা মহাদেব মাইতি নিজের জমিতে গিয়ে দেখেন ছপান সেখ, আব্বাস সেখ এবং আরও ত্রিশ-চল্লিশ জন মুসলিম যুবক তার জমিতে ধান রোপন করছে। মহাদেববাবু বাধা দিতে গেলে মুসলমানরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয় ও মারধোর করে। মহাদেববাবু এককভাবে প্রতিবাদ না করতে পারায় অঞ্চলের বিশ্বজিৎ মন্ডল, গণেশ সরদার, রবীন ভুঁইয়া ও দিলীপ কর্মকারকে ডেকে আনে। তারা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে মুসলিমরা তাদের উপর চড়াও হয়ে মারধোর করে বলে অভিযোগ। তাদের মারে বিশ্বজিতের মাথা ফেটে যায়। তার মাথায় তিনটে সেলাই দিতে হয়েছে। অন্যরাও কমবেশি আহত হন।

মহাদেব মাইতি অঞ্চলে হিন্দু সংহতি কর্মী বলে পরিচিত। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে তাঁকে বাসন্তী থানায় অভিযোগ করতে বলা হয়। সেইমতো তিনি বাসন্তী থালায় জোর করে জমি দখল ও প্রতিবাদে মারধোরের অভিযোগ করেন। কিন্তু থানা কোন এফআইআর না করে একটা সাধারণ ডায়েরী (জিডি নং ঃ ৩৫৯/১৬) করে। সংহতি সংবাদের প্রতিনিধি মহাদেববাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, চড়পাড়া ফুলমালঞ্চ অঞ্চলটি মুসলিম অধ্যুষিত। ফলে প্রায়ই তারা অন্যায়ের শিকার হন। পুলিশে অভিযোগ করেও অনেক সময় লাভ হয়না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নিজের কথাই তুলে ধরেন।

মুসলিম হয়ে শিবপুজো ঃ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল যুবককে

মুসলিম হয়েও শিবের মাথায় জল ঢেলেছিলেন তিনি। ইসলাম বিরোধী এই কাজ মেনে নিতে পারেনি তার বাড়ির লোকজন। সেই অপরাধে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। গত ৫ই আগস্ট ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের শামলি ভৈসবল গ্রামে।

ওই গ্রামের বাসিন্দা বকিল নামে এক যুবক জানিয়েছেন, হরিদ্বার থেকে পবিত্র গঙ্গা জল নিয়ে কাঁওড় যাত্রা করেছিলেন তিনি। এরপর ঐ গঙ্গাজল গ্রামের একটি প্রাচীন মন্দিরে গিয়ে শিবলিঙ্গের মাথায় ঢেলেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি ইসলাম আবমাননা করেছেন। এই কারণ দেখিয়ে তাকে ও তার স্ত্রীকে তারই তিন ভাই বাড়ি থেকে বের করে দেয়। শুধু তাই নয়, তাদের খুনের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলেও বকিল অভিযোগ করেন।

মালদা পুলিশের বিশেষ অভিযান

তিন সপ্তাহে ধৃত ৭৫০ জন দুষ্কৃতি

মালদার কালিয়াচকে দুষ্কৃতিরাজ বন্ধ করতে ময়দানে নামল মালদা জেলা পুলিশ। অপরাধ দমন করার লক্ষ্যে মালদা জেলা পুলিশের দাওয়াই-অন্যান্য থানা থেকে পুলিশ কর্মী এবং অফিসারদের নিয়ে এসে বিশেষ অভিযান। গত তিন সপ্তাহে জেলায় গ্রেফতার সাড়ে সাতশো অপরাধী। উদ্ধার ১৩ টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৩৩ রাউন্ড কার্তুজ। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি এবার কালিয়াচকে শান্তি ফিরতে চলেছে? জেলার নতুন পুলিশ সুপারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে কালিয়াচকবাসী। উল্লেখ্য, চুরি হোক কিংবা ডাকাতি কিংবা জালনোট উদ্ধার বা খুন, বার বার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে মালদার কালিয়াচক। খুন, ডাকাতি, ছিনতাই নিত্যদিনের সঙ্গী কালিয়াচকের অধিবাসীদের। দুষ্কৃতিদের আতঙ্কে রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছে কালিয়াচকের মানুষ। কিন্তু জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নেওয়ার পরই এইসব ঘটনায় রাশ টানতে নড়েচড়ে বসেছেন পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষ। শুরু হয় জেলা জুড়ে বিশেষ অভিযান। সাফল্য পায় জেলা পুলিশ। মূলত কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে শতাধিক দুষ্কৃতিকে। উদ্ধার করা হয় আগ্নেয়াস্ত্রও। পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষ সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, গত তিন সপ্তাহ ধরে তাদের এই বিশেষ অভিযান চলছে। এই তিন সপ্তাহে জেলায় মোট সাড়ে সাতশো অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে, ১৩ টি বেআইনি আগ্নেয়স্ত্র এবং ৩৩ রাউন্ড কার্তুজও। পাশাপাশি কালিয়াচকের অপরাধ দমন করতে বিশেষ টিমও গঠন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বকুলের পর এবার গ্রেফতার জাকির

কালিয়াচকের ঘটনা যে সামান্য বিষয় ছিল না, সেটা প্রশাসন দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছে। তাই সেদিনের দাঙ্গা সৃষ্টির পিছনে যার হাত ছিল সবচেয়ে বেশি সেই বকুল শেখকে কয়েকদিন আগে গ্রেফতার করেছে প্রশাসন। এর কয়েকদিনের মধ্যে কালিয়াচকের আর এক ত্রাস জাকির শেখকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জেলার পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষ জানিয়েছেন, গত ১৬ই আগস্ট মঙ্গলবার রাতে পুরাতন মালদহ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বকুল শেখকে ১৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। গত ১৩ই আগস্ট রাতে কলকাতার পূর্ব যাদবপুর এলাকা থেকে তাকে মালদহ পুলিশের বিশেষ দল গ্রেফতার করেছিল। মঙ্গলবার তাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মালদহ আদালতে তোলা হয়। পুলিশ আসামীর ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করলেও বিচারক ১৩ দিনের জন্য তা মঞ্জুর করেন। সংহতি সংবাদের উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ধৃত বকুল শেখকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করাই নয়, তাকে দিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের পরিকল্পনাও আছে জেলা পুলিশের। পুলিশের একাংশের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচুর বেআইনি দেশি ও বিদেশী অস্ত্র বকুলের কাছে আছে। সেগুলি উদ্ধার করাই এখন প্রধান কাজ।

উদ্ধারে নামাতে হল র‍্যাফ

মুসলিম দুষ্কৃতি দ্বারা অপহৃত চার হিন্দু

উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ থানার কাউগাছি গ্রামে এক বেআইনি মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপানউতোর চলছিল অনেকদিন ধরে। গত ১৩-ই আগস্ট চারজন হিন্দুকে অপহরণের ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ালো।

কাউগাছি অঞ্চলে অনেকদিন ধরেই একটি বেআইনি মসজিদ নির্মাণের প্রচেষ্টায় আছে এলাকার মুসলিমরা। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুদের বাধায় তারা নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। এই নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আছে দীর্ঘদিন ধরে। গত ১০ই আগস্ট উভয়পক্ষকে হাসনাবাদ থানায় ডাকা হয়েছিল মীমাংসার উদ্দেশ্যে। কিন্তু উভয়পক্ষ নিজেদের দাবিতে অনড় থাকায় কোন সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। থানা থেকে ফেরার পথে ভেরিয়া-চৌমাথা, ইলেকট্রিক অফিসের সামনে কাউগাছির চারজন হিন্দুকে অস্ত্র দেখিয়ে অপহরণ করে একদল মুসলিম দুষ্কৃতি। এলাকায় তখন চারদিক থেকে বহু সংখ্যক মুসলিম জড়ো হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। সূত্রের খবর পুলিশ হিন্দু যুবক মুকুন্দ কর্মকার, বিশ্বনাথ কর্মকার, মহাদেব মন্ডল এবং সন্ন্যাসী মন্ডলকে মুসলিম দুষ্কৃতিদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। তখন স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীরা সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করে। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে জেলা পুলিশের একজন উচ্চ পদস্থ আধিকারিককে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। সেইমতো অতিদ্রুত ঘটনাস্থলে র‍্যাফ পৌঁছে যায়। র‍্যাফ বাহিনী আটক চার হিন্দু যুবককে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনে। কিন্তু তারপর পুলিশ তিনজন হিন্দু ও চারজন মুসলিমকে গ্রেফতার করে কেস দিয়ে কোর্টে চালান করে দেয়। এই নিয়ে বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

আহত ৮ জওয়ান, ধৃত ২

গরু পাচারকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ

গত ২রা আগস্ট শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ার চেক পোস্ট দিয়ে গরু পাচার করছিল পাচারকারীরা। খবর পেয়ে বিএসএফ-এর জওয়ানরা সেখানে উপস্থিত হয়। পাচারকারীদের বাধা দিতেই তারা আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে। তাদের ছোঁড়া পাথরের ঘায়ে ৮ জন বিএসএফ আহত হয়েছেন। বিএসএফ ও ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পাচারকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। দুই পাচারকারীকে তারা গ্রেফতার করেছে।

সূত্রে জানা গিয়েছে, ২রা আগস্ট সকালে ফাঁসিদেওয়ার নিউসিপাখড়ি বাজার হয়ে কয়েকজন ব্যক্তি গরু নিয়ে বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় তাদের বাধা দেয় বিএসএফ জওয়ান। গরু নিয়ে যেতে বাধা দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। হঠাৎই পাচারকারীরা জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পাথরের ঘায়ে আট জওয়ান গুরুতর আহত হন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাচারকারীরা জওয়ানদের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিএসএফ জওয়ানেরা লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়। তারা শূন্যে তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বলেও সূত্রের খবর। নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার আর সি সিং ঘটনার পর এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তিনি বলেন, ৩৪টি গরু উদ্ধার করা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।

শিবভক্তদের জন্য পথ নিরাপত্তায় সংহতি কর্মীরা

বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলে প্রতি বছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালতে আসেন। নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রচুর পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে। পুণ্যার্থীদের যাত্রাপথে বর্ধমান কাটোয়া রোডের রাস্তায় পড়ে গাঙ্গুলীডাঙা। আশ্চর্যের বিষয় ওই জায়গায় বর্তমানে একজনও গাঙ্গুলী তো নেইই, এমনকি একজনও হিন্দুও অবশিষ্ট নেই। সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত ওই স্থান অতিক্রম করার সময় প্রতি বছরই যাত্রীরা নিরাপত্তা অভাব অনুভব করেন। কয়েকবার এই নিয়ে অশান্তিও হয়েছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে কটু মন্তব্য করা, মহিলা পুণ্যার্থীদের উত্যক্ত করা ওদের কাজ। প্রতিবাদ করার সাহস কেউ দেখাতে পারে না। এর আগে প্রতিবাদ করে তীর্থযাত্রীদের মার খেতে হয়েছিল। সম্প্রতি ওই অঞ্চলে পথ নিরাপত্তা দিতে হিন্দু সংহতি উদ্যোগ নিয়েছে। এবারও হিন্দু সংহতির কর্মীরা গাঙ্গুলীডাঙা মোড় অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে প্রহরায় ছিল। তাই মুসলিম যুবকেরা কোন রকম অন্যায় এবার করতে পারেনি।

এ রাজ্যের ৪০০ মুসলিম যুবক আইএসে

এ রাজ্যের প্রায় ৪০০ জন মুসলিম যুবক সিরিয়ায় গিয়ে ইসলামিক স্টেট বা আইএসে যোগদান করেছে। এদের বেশিভাগই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ঘরে কর্মরত ছিল। তারা রাজ্যের হাওড়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলার বাসিন্দা। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন্ এজেন্সি (এনআইএ) সূত্রে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

এইসব মুসলিম যুবকেরা বিভিন্ন সময়ে কর্মসূত্রে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গিয়েছিল। মূলত সোনা ও হীরের কারিগর হিসাবেই তারা যেত। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আইএসের জেহাদি প্রচার দেখে তারা উদ্বুদ্ধ হয়। এরপর তারা নিজে থেকে আইএসের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সিরিয়ায় গিয়ে এই ভয়ংকর জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয় বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়। সিরিয়ায় গিয়ে জঙ্গি দলে নাম লেখানো এইসব মুসলিম যুবকদের নামের তালিকা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে গোয়েন্দারা। সম্প্রতি অপর একটি সূত্রে জানা যায় ভারতে নিজেদের জঙ্গি কার্যকলাপ বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে আইএস। তাই পশ্চিমবঙ্গের ৪০০ মুসলিম যুবকের আইএসে যোগদান যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে।

এনআইএ-র বক্তব্য, মধ্যপ্রাচ্যের যে কোন দেশ থেকেই সিরিয়ায় সড়ক পথে যাওয়া যায়। এই দেশগুলির সীমান্তে খুব কড়াকড়ি নেই। এমনকি ভিসা ছাড়াই অন্য দেশে ঢুকে পড়া যায়। গত বছর (২০১৫) এনআইএ গোয়েন্দারা দুবাই থেকে এক ভারতীয় মহিলাকে গ্রেফতার করেছিল। ওই মহিলা সোশ্যাল নেটওয়াকিং সাইটে আইএসের প্রচার চালাতেন। তার ল্যাপটপে প্রায় ২০ হাজার ভারতীয় নাম পাওয়া যায় যার ৪০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলিম। সিরিয়ায় পলাতকদের নামের তালিকা পাওয়া গেলে সেই ল্যাপটপের নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল জন্মাষ্টমী

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সাড়ম্বরে পালিত হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। গত ২৫শে আগস্ট বর্ধমান জেলার ঐতিহ্যময় 'টাউন হল'-এ 'জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপন সমিতি'-র উদ্যোগে জন্মাষ্টমী পালিত হল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়। 'গীতা পাঠ প্রচার কেন্দ্র' সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালিত করেন।

পূজান্তে সেখানে একটি আলোচনা সভা বসে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী তেজস্বানন্দজী, স্বামী অম্বিকানন্দজী, বিপ্লব বিজয় দাস, গোবিন্দ হেঁস, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অমিত রায়, অঞ্জন মুখার্জী এবং আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও হিন্দু সংহতির বাগনান-এর কর্মীরা কৃষ্ণপূজার আয়োজন করেছিল জন্মাষ্টমী উপলক্ষে। গোটা বাগনান বাজার অঞ্চল হিন্দু সংহতির পতাকা ও লাইটিং-এ মুড়ে ফেলা হয়। পূজার পরদিন অর্থাৎ ২৬শে আগস্ট এলাকায় এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ প্রায় দুই হাজার হিন্দু সংহতি কর্মী সমর্থক মাথায় ফেট্টি বেঁধে, কপালে তিলক এঁকে এবং হাতে সংহতি পতাকা নিয়ে বাগনান বাজারে জড়ো হয়। সেখানে চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে ঘোড়ার গাড়িতে বসিয়ে সুসজ্জিত সমাবেশ করা হয়। কলকাতা থেকে হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির দেবদত্ত মাজী, চিত্তরঞ্জন দে, সুজিত মাইতি, সুন্দর গোপাল দাস ও সৌরভ শাসমল এলে তাঁদের উপস্থিতিতে শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রা দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে। অসংখ্য মানুষ পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রাকে শুভেচ্ছা জানায়। উল্লেখ্য, হিন্দু সংহতির এইসব কর্মীরাই বেশ কয়েকবছর বাগনান স্টেশন ও বাজারে সাধারণ হিন্দুর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

এবার বাংলাদেশেও সাড়ম্বরে পালিত হল জন্মাষ্টমী উৎসব

বালোচদের বিক্ষোভ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে

শরিফের অস্বস্তি বাড়িয়ে উড়ল ভারতের পতাকা

'স্বাধীন বালোচিস্তান'- এর দাবিতে আর মৌখিক সমর্থন নয় সরাসরি ভারতের পতাকা উড়িয়ে দিল বালোচ বিদ্রোহীরা। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার পাঠানো ছবিতে দেখা গিয়েছে বিদ্রোহীরা 'স্বাধীন বালোচিস্তান' ও ভারতের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে রয়েছে প্রয়াত বালোচ নেতা আকবর বুগতি, তাঁর পৌত্র বারহুমদাগ বুগতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি। বালোচিস্তানের সবথেকে সংঘর্ষপূর্ণ এলাকা ডেরা বুগতি, জাফরাবাদ ও নাসিরাবাদ থেকে এই ছবি পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি বালোচ রিপাবলিকান পার্টির প্রধান বারহুমদাগ বুগতি বিশেষ বার্তায় নরেন্দ্র মোদীর প্রতি সম্মান জানান। ভিডিও বার্তায় বারহুমদাগ বুগতি বলেছিলেন, ভারতের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের উচিত বালোচিস্তানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। এরপরেই আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়। বালোচ নেতৃত্বের অভিযোগ, শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার ছলে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে পাকিস্তান সরকার। এই ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিও সমর্থন চেয়েছেন বালোচ নেতৃত্ব।

কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ভারতকে চাপে রাখতে গিয়ে নিজেই চাপে পড়েছে পাকিস্তান সরকার। কারণ অধিকৃত কাশ্মীরে তীব্র পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন জমাট হয়েছে। সেদিক থেকে নজর ঘুরিয়ে দিতেই কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিচ্ছে ইসলামাবাদ। অন্যদিকে বালোচিস্তান ইস্যুতে ভারতের প্রতি সমর্থন বাড়তে থাকায় চিন্তা বাড়ছে পাক প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরিফের।

বালোচিস্তান পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ। রাজধানী কোয়েটা। এলাকাটি ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে মিশে রয়েছে। যদিও বালোচ জাতি পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা ছিন্ন করে স্বাধীনতার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালাচ্ছেন।

জাতীয় পতাকা পোড়ালো দেশদ্রোহীরা

১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেশের জাতীয় পতাকা সাড়ম্বরে উত্তোলন করা হচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে কলকাতার উপকণ্ঠে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটী থানার অন্তর্গত হাজিনগরে পোড়ানো হল দেশের জাতীয় পতাকা। কিছু দেশদ্রোহী দুষ্কৃতি এই জঘন্য কাজ করেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তিনজন ব্যক্তিকে এই কাজের জন্য গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে দুটি কেস দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত বছর এই হাজিনগরেই গঙ্গাকলস যাত্রার উপর আক্রমণ করা হয়।

একইসঙ্গে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ফেসবুকের একটি পোস্টকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে সমস্ত জাতীয়তাবাদী মানুষ। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে এক যুবক ভারতের জাতীয় পতাকার উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটি স্যোশাল মিডিয়ায় আসার পর থেকেই ঐ যুবকটির শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে সব মহল।

হিন্দু সংহতি করায় প্রাণনাশের হুমকি

হিন্দু সংহতি করার কারণে প্রাণনাশের হুমকি দিল হিন্দু সংহতির কর্মী দীপঙ্কর নস্করকে। ঘটনাটি ঘটে ১৫ই আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত জেলেরহাট নামক গ্রামে।

ওইদিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ওখানকার তৃণমূল নেত্রী দীপা হালদার হিন্দু সংহতির ছেলেদের আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু সংহতির ছেলেরা যাবার পর তৃণমূল নেতা নসির মিদ্দে তাদের চূড়ান্ত অপমান করে। বলে এলাকায় হিন্দু সংহতি করা যাবে না। ওটা নাকি সাম্প্রদায়িক দল। হিন্দু সংহতির ছেলেদের দেখে নেবেন বলেও হুমকি দেন। হিন্দু সংহতির ছেলেরা এর প্রতিবাদ করায় একটা বচসার সৃষ্টি হয়।

তারপরের দিন ওই অঞ্চল থেকে ১৬ই আগস্ট কলকাতা গোপাল মুখার্জীর স্মরণ সভায় প্রায় ১৫০ কর্মী যোগদান করে। ১৭ই আগস্ট থেকে রফিক মোল্লা ও তার দলবল নিয়ে সংহতি কর্মীদের ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে। ২২শে আগস্ট রাত প্রায় ৯.৩০ মিনিট নাগাদ ঘোলার বাজার ব্রীজের ধারে সংহতি কর্মী দীপঙ্কর নস্করকে রফিক মোল্লার কিছু ছেলে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পথ আটকায়। হিন্দু সংহতি করলে প্রাণে মেরে দেবে বলে হুমকি দেয়। দীপঙ্কর কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। পরে থানায় গিয়ে ডায়েরী করে। জিডি নং- ৩৩৯০ (২৪.০৮.১৬)।

এই ঘটনার পর এলাকার হিন্দুদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বইছে। বারবার বলা সত্ত্বেও কিন্তু প্রশাসন থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। যদিও দুষ্কৃতিরা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুরবানির ঈদে বেআইনি পশুহত্যা রুখতে রাজ্যকে কড়া চিঠি দিল কেন্দ্র

শুধু গবাদি পশুর হত্যা নয়, এই ধরনের পরিবহনও রুখতে বলছে কেন্দ্র। গবাদি পশুর হত্যা এবং পরিবহনের উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করে রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠাল কেন্দ্র। বকর ঈদ বা কুরবানির ঈদে অবাধে গরু, বাছুর, উট এবং অন্যান্য পশুর নিধন যেন না হয়। নির্দেশ ভারতীয় প্রাণী কল্যাণ বোর্ডের। অবৈধ উপায়ে গবাদি পশুর পরিবহন যেন না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্যও নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে রাজ্যে রাজ্যে।

বকরী ঈদ মুসলিমদের সবচেয়ে বড় দুই উৎসবের অন্যতম। গরু, উট, দুম্বা ইত্যাদি বিভিন্ন পশুর কুরবানি দেওয়া হয় এই ঈদে। গো-রক্ষা এজেন্ডা নিয়ে বিজেপি তথা সঙ্ঘ পরিবার যে ভাবে গোটা দেশে হইচই শুরু করেছে, তাতে কুরবানির ঈদের আগে গো-হত্যার উপর কঠোর বিধিনিষেধ চাপানো প্রত্যাশিতই ছিল। নবান্ন সূত্রের খবর, গত ৪ঠা জুলাই-ই রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং রাজ্য প্রাণীসম্পদ বিভাগের কর্তাদের চিঠি পাঠিয়েছেন ভারতীয় প্রাণী কল্যাণ বোর্ডের সচিব এম রবিকুমার।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সবকটি রাজ্য সরকারকেই ভারতীয় প্রাণী কল্যাণ বোর্ড এই চিঠি পাঠিয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় বোর্ডের স্পষ্ট নির্দেশ, কোথাও কুরবানির জন্য উট নিধন করতে দেওয়া যাবে না। যে সব রাজ্যে গো-হত্যা রোধ আইন বলবৎ রয়েছে, সেইসব রাজ্যে গরুর কুরবানিও চলবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরবানির ঈদের আগে যারা অবৈধভাবে পশুর পরিবহণ করছেন এবং ঈদের দিন যারা আইন ভাঙবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কী ব্যবস্থা সরকার নিল তাও বিশদে কেন্দ্রীয় বোর্ডকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে।

কেন্দ্রের এই চিঠির প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকারও। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয় পশু কল্যাণ বোর্ডের চিঠিটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে রাজ্য সরকারের নিজস্ব নির্দেশ সম্বলিত চিঠিও। কেন্দ্রীয় বোর্ডের চিঠিতে যেভাবে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে, সেই অনুসারেই যেন কাজ হয়, নির্দেশ রাজ্য প্রাণীসম্পদ দফতরের।

ডঃ জাকির নায়েকের সমর্থনে প্রকাশ্য জনসভা ঃ প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি

মুর্শিদাবাদের ডোমকলে ২৫শে আগস্ট (বৃহস্পতিবার) এক প্রকাশ্য জনসভা থেকে পুনরায় জাকির নায়েকের সমর্থনে আওয়াজ উঠল। জন্মাষ্টমীর দিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় স্থানীয় মুসলিমদের তরফে ডোমকল রবীন্দ্রমোড়ে একটি প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল।

স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, ঐদিন সভা থেকে প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা প্রেরণ করা হয় যে, এই হিন্দু প্রধান দেশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে মুসলমানদের উপর দিকে দিকে যেমন প্রায়শই আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ডোমকলের মত ৭০ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত জায়গাতে ভবিষ্যতে হিন্দুরাও বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য হল ''ভালো ব্যবহার পাবার আগে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের অন্তত তেমনটাই আচরণ করা উচিত।''

এই প্রসঙ্গে জাকির নায়েক এবং তাঁর বিতর্কিত '' পিস টিভি'' নিয়ে বলতে গিয়ে বক্তারা পুনারায় অভিযোগ করেন যে, সঙ্কীর্ণ হিন্দু রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে অকারণে এই ইসলামিক স্কলারের গায়ে সন্ত্রাসীর তকমা লাগিয়ে তার চ্যানেলটিকে বন্ধ করার একটি গভীর কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র চলছে। তবে ভারতীয় মুসলমানেরা যে কিছুতেই এই গেরুয়া চক্রান্তকে মেনে নেবেন না - তাও এদিনের জমায়েত থেকে পরিস্কার করে দেওয়া হয়।

পাশাপাশি জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া না গাওয়াটা ব্যক্তিগত অধিকারের পর্যায়ে পড়ে এ কথা জানিয়ে সম্প্রতি অভিন্ন দেওয়ানী বিধি এবং গোমাংস ইস্যুতে আগামী দিনে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় মুসলমানদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের খেলায় মাততে চাইছে, তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে বলেও বক্তৃতা মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

১ম পাতার শেষাংশ

হিন্দু সংহতি-র ঐতিহাসিক পদযাত্রা

থেকে বেরিয়ে বউবাজার, কলেজ স্ট্রীট, বিধান সরণি হয়ে শ্যামবাজার পৌঁছায় বেলা সাড়ে তিনটের সময়। প্রত্যেক সংহতি কর্মীর মাথায় ছিল ফেট্টি আর মুখে ছিল স্লোগান- গোপাল মুখার্জী অমর রহে; পশ্চিমবাংলাকে আমরা পাকিস্তান হতে দিচ্ছি না; জয় মা কালী-হর হর মহাদেব, প্রভৃতি। মিছিলের পর জনসভায় প্রধান অতিথি বিবেক অগ্নিহোত্রী বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, অভিমানে ভেবেছিলেন আর কলকাতায় আসবেন না। কিন্তু হিন্দু সংহতি যে সম্মান আজ তাঁকে দিয়েছে তাতে তিনি ধন্য। কলকাতা শুধু বামপন্থী অপসংস্কৃতিতে ভরা নয়, জাতীয়তাবাদী ভাবধারাও এখানে সমানভাবে বিদ্যমান।' 'বুদ্ধ ইন্ অ্যা ট্র্যাফিকজ্যাম' এর পরিচালকের গলায় ঝরে পড়েছিল কৃতজ্ঞতা।

তপন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ করে দেশভাগের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চাইছে। বামপন্থীরা তো ইতিহাসকে বিকৃত করে রেখেছে। আমরা সেটা মেনে নিতে পারব না। গোপাল মুখার্জীর ১৯৪৬ সালের দাঙ্গারোধের ভূমিকা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'বাংলার গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার রুখতে হিন্দুদেরই গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে গোপাল মুখার্জী আদর্শ হতে পারেন।' তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের 'পশ্চিম' শব্দটার মধ্যে শুধু দেশ দেশ ভাগের যন্ত্রণাই নেই, হিন্দুর অপমানিত, অত্যাচরিত, বিতাড়িত হওয়ার ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখেন '৪৬-এর দাঙ্গা ও দেশভাগের উপর এক আর্কাইভ করতে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সঠিক ইতিহাসটা জানতে পারে। স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজ ও আগমানন্দ মহারাজ হিন্দু সংহতির এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাঁদের আশীর্বাদ সবসময় তপন ঘোষের সঙ্গে আছে বলে উল্লেখ করেন। চিত্তরঞ্জন সুরাল তপন ঘোষের লড়াইয়ে সবসময় পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বিশিষ্ট হিন্দি কবি রবিজ্যোত সিং তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংহতি কর্মীদের লড়াইয়ের মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন। সংহতির সহ সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায় সমাপ্তি ভাষণ দেন।

গোপাল মুখার্জীর নাতি নাতনিরা হিন্দু সংহতির এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

দুই বাংলা মিলে খিলাফত প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য

মালদহে ঘাঁটি গাড়ছে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীরা

বাংলাদেশ থেকে একটা সময়ে তারা আফগানিস্তানে গিয়েছিল আল কায়দার কাছে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় বছর কুড়ি আগে থেকেই ধীরে ধীরে তাদের 'ঘর ওয়াপসি' শুরু হয়েছিল। ওসামা বিন লাদেনের হাতে গড়া সেই বাংলাদেশি মুজাহিদদেরই এখন ভারতের নিরাপত্তার পক্ষেও বড়সড় ঝুঁকি বলে চিহ্নিত করছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সম্প্রতি জানিয়েছেন, আফগানিস্তানে বেশ কয়েক হাজার বাংলাদেশিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ওসামা বিন লাদেন। আনন্দবাজারকে ইনু বলেন, ''পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর ব্যবস্থাপনায় তিন থেকে পাঁচ হাজার বাংলাদেশি মাদ্রাসা-ছাত্র সাবেক সোভিয়েত সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে গিয়েছিল। তারাই বাংলাদেশে ফিরে যাবতীয় জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু করে।'' বাংলাদেশের গোয়েন্দা-কর্তাদের একাংশও মানছেন, এই 'মুজাহিদ'-দের থেকে বিপদের ঝুঁকি শুধু বাংলাদেশের নয়, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতেরও। ঢাকায় ডিআইজি পদমর্যাদার এক গোয়েন্দা কর্তার কথায়, ''জেএমবি-র অনেক নেতাই এখন তাদের সংগঠনের নাম বলে- জামাতুল মুজাহিদিন বাংলা। জেরায় নেতারা জানিয়েছে, দুই বাংলা মিলেই খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা।'' এনআইএ-র আইজি সঞ্জীব সিংহ বলেন, ''আল কায়দার প্রশিক্ষিত এত জঙ্গি বাংলাদেশে থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে তো দুশ্চিন্তা থাকবেই!''

বাংলাদেশি গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, আশির দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে কয়েক হাজার ছাত্র আফগানিস্তানে 'লড়াই করতে' যায়। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে আফগান-পাকিস্তান সীমান্তের বিভিন্ন শিবিরে প্রশিক্ষণের পরে তাদের যুদ্ধে পাঠানো হয়। কিন্তু সোভিয়েতের পতনের পরে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় তারা দেশে ফেরা শুরু করে। তাদের নেতৃত্বেই বাংলাদেশে গড়ে ওঠে 'হুজি-বি' (হরকতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ)। দুটি নামেরই অর্থ- বাংলাদেশের মুজাহিদদের সংগঠন।' দু'দশক ধরে নানা ওঠাপড়ার পরে হুজি এখন কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও দুই বাংলা জুড়ে সংগঠন বাড়ানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে জেএমবি। শেখ হাসিনা সরকার এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে অভিযান চালানোর এই সব মুজাহিদরা এখন মালদহকে ঘাঁটি করে এগোতে চাইছে বলে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সূত্রে দাবি করা হয়েছে। গোয়েন্দাদের বক্তব্য, বাংলাদেশি জঙ্গিরা বিশেষ করে কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর এলাকাকেই ঘাঁটি হিসাবে পছন্দ করছে। কিন্তু মালদহই বা কেন? কারণ হিসাবে সম্প্রতি হাতে আসা কয়েকটি তথ্য পেশ করছেন গোয়েন্দারা।

এক, সম্প্রতি কালিয়াচকের সীমান্ত ঘেঁষা একটি আমবাগানে জেহাদি প্রশিক্ষণ দিয়ে গিয়েছে জেএমবি-র নেতারা। এনআইএ জেনেছে, ডজন খানেক স্থানীয় যুবক সেখানে অন্তত চার দিন প্রশিক্ষণ নিয়েছে। তারপর আর তাদের হদিস নেই। রাইফেল ধরার তালিম দেওয়া হয় সেখানে, সঙ্গে ছিল শারীরিক কসরত ও জেহাদি পাঠ। প্রশিক্ষকদের মধ্যে অন্তত এক মুজাহিদ ছিল বলে খবর।

দুই, এ বছর জানুয়ারি মাসে কালিয়াচকে যে অশান্তি, হিংসা ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে, তাতে শুধু স্থানীয় দুষ্কৃতিরাই নয়, এনআইএ-র কাছে নির্দিষ্ট খবর- বাংলাদেশ থেকে ৫৪ জন জঙ্গি চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে কালিয়াচকে ঢুকেছিল। পদ্মাপাড়ের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় জেএমবি-র একটি ডেরায় বসে মুজাহিদরাই এই পরিকল্পনাটি সাজিয়েছিল।

তিন, বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (ইউএপিএ) অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে বৈষ্ণবনগরের একটি গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে আনার সময়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েন। বোমা ছুঁড়ে, সড়ক অবরোধ করে এবং গাড়ি ভাঙচুর করে আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়। গোয়েন্দারা জেনেছেন, এই কাজের পান্ডাদের মধ্যে দুজন সেই সময়ে বাংলাদেশের দুটি মোবাইল নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ রাখছিল এবং সেখান থেকেই নির্দেশ পাচ্ছিল।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের মতে, বেআইনি ভাবে ভারতে ঢোকার সবচেয়ে সহজ পথ মালদহ সীমান্ত। এই জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার পরিবেশ পরিস্থিতি সব দিক দিয়ে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। আইএসআই-এর পাঠানো কোটি কোটি টাকার জাল নোটের অধিকাংশটা এই পথেই ভারতে ঢোকে। মাদক, সোনা ও গোরু চোরাচালানের সঙ্গে এই জাল নোট পাচারের বিষয়টিও নিয়ন্ত্রণ করে জামাত-জঙ্গিরাই। মালদহের ঠিক ওপারে বাংলাদেশের রাজশাহি ডিভিশনের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা। গোটা রাজশাহি জুড়েই জেএমবি-র ঘাঁটি ছড়ানো। এনআইএ-র কর্তার কথায়, চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ জাল নোটের কারবারিদের প্রধান আড্ডা। গত বছর নভেম্বরে সেই শিবগঞ্জ থানায় গিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দারা জানতে পারেন, আগের এগারো মাসে জাল নোট সংক্রান্ত মাত্র তিনটি মামলা পুলিশের কাছে রুজু হয়েছে। তাজ্জব হয়ে যান তাঁরা।

সব দেখে ভারতীয় গোয়েন্দাদের মনে হয়েছে, কোনও এক অজানা কারণে বাংলাদেশের প্রশাসনের একটা অংশও রাজশাহি ও চাপাই নবাবগঞ্জের চোরাচালান ও জাল নোটের কারবার রুখতে ততটা তৎপর নয়। পুলিশের বদলে র‍্যাব (র‍্যাবিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন) বা গোয়েন্দা সংস্থা এই এলাকায় বাড়তি নজরদারি চালালে জঙ্গিদের কাজকর্ম হয়তো অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা জুন

দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে বিধবা মহিলাকে 'গণধর্ষণ'

দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে অস্ত্র দেখিয়ে তিন সন্তানের সামনেই মাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। পরে বিধবা মহিলার বড় মেয়েকে শারীরিক নিগ্রহের চেষ্টাও করে দুষ্কৃতিরা। ঘটনাটি ঘটে ২০ আগস্ট শনিবার জলপাইগুড়ির বানারহাটে।

নির্যাতিতার অভিযোগ, শনিবার রাতে জলপাইগুড়ির চানাডিবা গ্রামের বাড়িতে তিন সন্তানকে নিয়ে শুয়েছিলেন তিনি। মাঝরাতে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে হাত-পা বেঁধে তাঁকে গণধর্ষণ করে তিন জন। বড় মেয়েকেও শারীরিক নিগ্রহের চেষ্টা করে তারা। যাওয়ার সময় খুনের হুমকি দিয়ে যায়। ঘটনার পরে প্রাণ ভয়ে কাউকে কিছু বলতে পারেননি নির্যাতিতা। পরেরদিন (রবিবার) জলপাইগুড়ির ফালাকাটা জলেশ্বরে গিয়ে বাপের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলে থানায় অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মকসেদুল আলি, নুর আলি, সফিউল আলি এই তিনজনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মকসেদুল ও নূর আলি চানাডিবা গ্রামেই থাকে এবং সফিউল আলি মহিলার বাপের বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় থাকে। তিনজনের বিরুদ্ধেই গণধর্ষণের ধারায় মামলা শুরু করেছে পুলিশ। তারপর থেকে তিনজনেই এলাকা ছাড়া।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

গ্রেফতার ৪ নারী জঙ্গির ৩ জনই ‘জামায়েত পরিচালিত’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

র‍্যাবের অভিযানে গ্রেফতার হওয়া ‘জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) চার মহিলা জঙ্গির তিনজন আকলিমা রহমান, মৌ ও মেঘলা বেসরকারি ‘ মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটি’র শিক্ষার্থী। জামায়াত সংশ্লিষ্টরা বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ আছে।

র‍্যাব জানায়, রবিবার রাত ২টার দিকে গাজীপুরের সাইনবোর্ড এলাকা থেকে আকলিমাকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার সকাল ৮ টায় রাজধানীর মগবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় ঐশীকে। আর মেঘলা ও মৌকে গ্রেফতার করা হয় মিরপুর ১ এলাকা থেকে। প্রত্যেকের কাছেই জিহাদি কার্যক্রমের নথিপত্র পাওয়া গেছে।

র‍্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্রী আকলিমা বিভিন্ন সময় জেএমবির দাওয়াতি কার্যক্রমে যোগ দিতে মেয়েদের প্ররোচনা দিয়ে আসছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ‘নতুন ধারার’ জঙ্গিবাদে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর ওপর নজরদারির ধারাবাহিকতায় র‍্যাব-৪-এর একটি দল গতকাল রাত দুটোর দিকে তাঁকে গ্রেফতার করে। এসময় তাঁর ফোনে জঙ্গিবাদ ও বিপুল পরিমাণ অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায়। দেড় বছর ধরে তিনি এই জিহাদি দলের সঙ্গে রয়েছেন। মাহমুদুল হাসানের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণের পর তাঁর সংশ্লিশ্টতা আরও বেড়ে যায়।

র‍্যাবের সূত্রে জানা যায়, আকলিমার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মগবাজার থেকে ঐশী নামের আরেক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া ল্যাপটপে বিপুল পরিমাণ জিহাদি-বিষয়ক তথ্য, ম্যাগাজিন, লেকচার ভিডিওর সফট কপি পাওয়া গেছে। মিরপুর-১-এর জনতা হাউজিংয়ে অভিযান চালিয়ে মৌ নামের আরেক নারীকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। র‍্যাব তাঁর বাসায় প্রবেশের আগেই তিনি ফোনের মেমোরি কার্ড ধ্বংস করে ফেলেন। পরে র‍্যাব তাঁর বাসায় তল্লাশি চালিয়ে জিহাদি চেতনামূলক বই উদ্ধার করে।

র‍্যাবের তথ্যমতে, আকলিমা ও মৌয়ের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মেঘলা নামের অপর একজন নারী জিহাদি দলে ভেড়েন। তাঁকেও ১৬ই আগস্ট রাত ১০টার দিকে মিরপুরের জনতা হাউজিংয়ের সাবলেট বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। অন্যদের মতো তাঁর কাছ থেকেও একই ধরণের জিহাদি বই, বক্তৃতা ও জিহাদি ভিডিও এবং নির্দেশনার সফট কপি পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, গত ২১শে জুলাই গাজীপুর থেকে জেএমবির দক্ষিণাঞ্চলের আমির মো. মাহমুদুল হাসান (২৭) কে গ্রেফতারের সূত্র ধরে আকলিমা নামের এক নারীকে রবিবার গভীর রাতে গাজীপুরের সাইনবোর্ড এলাকায় নিজ বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তার মোবাইল ফোনে জঙ্গিবাদ ও জিহাদ সংক্রান্ত বিপুল তথ্য পাওয়া গেছে। আকলিমা দেড় বছর ধরে জিহাদি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। তিনি প্রথমে অন্যান্য নারীদের দাওয়াত দেন এবং ইয়ানত করেন বলেও দাবি করেছে র‍্যাব। তার বিরুদ্ধে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মন্দিরের গর্ভগৃহ ও মূর্তি ভাঙল দুষ্কৃতি

বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার অন্তর্গত আটাকি গ্রামে আক্রান্ত হল হিন্দু মন্দির। ‘সার্বজনীন শীতলাতলা মন্দির’ ঐ অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। প্রচুর পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে প্রতিদিন। গত ৬ই আগস্ট বেলা প্রায় ১২টার সময় কিছু দুষ্কৃতি মন্দির আক্রমণ করে। মন্দিরের গর্ভগৃহ তারা নষ্ট করে এবং দেব-দেবীর মূর্তিগুলিও ভেঙে দেয়। মূলতঃ হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করতেই এই আক্রমণ তা স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শী এক হিন্দু মহিলা দিপালী রায় (৪০, স্বামী রতন রায়) জানান, তিনি সেই সময়ে মন্দিরে পূজা দিতে এসেছিলেন। হঠাৎ-ই দুষ্কৃতিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মন্দিরে ঢুকে পড়ে ভাঙচুর চালায়। দুষ্কৃতিরা সকলেই সে দেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের।

মন্দির কমিটির সেক্রেটারী গোবিন্দ চন্দ্র পাল এই ঘটনার প্রতিবাদে ফকিরহাট থানায় এক এফআইআর জারি করেন। কেস নং ৩, আন্ডার সেকশন ২৯৫/২৯৬ BPC। গত ১৩ই আগস্ট বিডিএম ডাব্লুর পক্ষ থেকে টি. কে. পান্ডে অঞ্চল পরিদর্শনে যান। তিনি দ্রুত দুষ্কৃতিদের ধরে শাস্তি দেবার আশ্বাস দেন। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত একজনও দুষ্কৃতিকে পুলিশ ধরতে পারেনি।

এইরকম অবস্থায় আটাকির হিন্দুরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। বাংলাদেশের মাইনোরিটি সেলের পক্ষ থেকে মন্দির ভাঙার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দেবার দাবি জানানো হয়েছে। তারা বলেন, অঞ্চলের হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে।

‘মাস্টারমাইন্ড’ তামিম সহ নিহত তিন

নারায়ণগঞ্জ শহরের পাইকপাড়ায় অভিযানে ‘নব্য জিএমবি’র শীর্ষ নেতা কানাডাপ্রবাসী তামিম আহমেদ চৌধুরীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। অন্য দুজনের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। প্রসঙ্গতঃ এই তামিম-এর সন্ধান দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

জানা যায়, পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন। জঙ্গি আস্তানা থেকে কমপক্ষে পাঁচটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তারা। কানাডাপ্রবাসী বাংলাদেশি তামিম গুলশান হামলায় মূল পরিকল্পনাকারী বলে পুলিশ দাবি করে এসেছে। এই জঙ্গি বাংলাদেশেই অবস্থান করছিল বলে ধারণা করা হচ্ছিল। গুলশান হামলার পর বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি আস্তানার সন্ধান চালাচ্ছিল পুলিশ। এরই সূত্র ধরে শনিবার ভোরে নারায়ণগঞ্জ শহরের পাইকপানায় একটি ভবন ঘিরে অভিযান শুরু করে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের একটি দল। ভোর থেকে ঘিরে রাখার পর সকাল নটার দিকে পুলিশ ভবনটির ভেতরে ঢুকতে চাইলে গোলাগুলি শুরু হয়। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তামিমসহ তিনজন নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেন ডিএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার সানোয়ার হোসেন।

গুলশান হামলার পর ঢাকার কল্যাণপুরে এক অভিযানে নয়জন জঙ্গি নিহত হয়েছিল।

দুম্‌কিতে পুরোহিতকে হত্যার হুমকি

আবার পুরোহিতকে হত্যার হুমকি বাংলাদেশে। এবার পটুয়াখালীর দুমকিতে শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পুরোহিত শুভ চক্রবর্তীকে মোবাইল ফোনে হত্যার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাত দুষ্কৃতিরা। ২২শে আগস্ট সোমবার রাত ৮টা নাগাদ তিনি উপজেলার সদরের নসিব সিনেমা হল সংলগ্ন মন্দিরে অবস্থানকালে ০১৭৭৬০৩৪৫২৮ নম্বর থেকে ফোন করে তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। স্বভাবতই ফোন পাওয়ার পরই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে হুমকি দেওয়ার পর পরই পুরোহিতকে হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশে।

পুরোহিত শুভ চক্রবর্তী জানান, বাইরে বেরুলেই তাঁকে শেষ করে দেওয়া হবে বলে দুষ্কৃতিরা ফোনে হুমকি দেয়। হুমকি পাওয়ার পরই তিনি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন। বর্তমানে তিনি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দুমকি থানায় এ বিষয়ে একটি জেনারেল ডাইরী করা হয়। প্রশাসন তাঁকে আশ্বস্ত করলেও শুভবাবু তাঁদের উপর ভরসা করতে পারছেন না।

গৃহবধূর শ্লীলতাহানি বাস্তুহারা লীগ নেতার

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে এক হিন্দু গৃহবধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগে উপজেলা বাস্তুহারা লীগের সভাপতি ও ইউপি সদস্য মতিউর রহমান মতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, উপজেলার মধ্যতাহিরপুর গ্রামের সংখ্যালঘু পরিবারের এক গৃহবধূ রবিবার (২১শে আগস্ট) রাত ১০টা নাগাদ নিজ বাড়িতে খাটের উপর বসে শিশু সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। সেই সময় তার স্বামী বাড়িতে ছিলনা। অভিযোগ ইউপি সদস্য মতিউর ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে জাপটে ধরে তার শ্লীলতাহানি করে। আরও বড় কোন ঘটনার পূর্বেই গৃহবধূর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে মতিউরকে আটক করে। আটকের পর লোক জানাজানির ভয়ে স্থানীয়দের হাতেপায়ে ধরে সুকৌশলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরদিন আক্রান্ত গৃহবধূ স্থানীয় থানায় অভিযুক্ত মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দয়ের করেন। তাহিরপুর থানার ওসি মো. শহীদুল্লাহ্ জানান, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

নেত্রকোনায় নিখোঁজ শিক্ষকের ২০ ঘন্টার পর লাশ উদ্ধার

বাংলাদেশের নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার আনন্দপুর গ্রামের স্থানীয় মুক্তি কিন্ডার গার্ডেন-এর শিক্ষক গোপীনাথ সরকার (৪৫) গত ১১ই জুলাই রাত সাড়ে নটার সময় বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় তার বাড়ির লোক স্থানীয় থানায় বিষয়টি জানায়। কিন্তু পরদিন, ১২ই জুলাই বিকেল পাঁচটার সময় এলাকার এক ডোবা থেকে তার মৃত শরীর উদ্ধার হয়।

সহকারী পুলিশ সুপার মাহবুবুল আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে জানান, ময়নাতদন্তের পরই বলা সম্ভব হবে খুনের মোটিভ কী ছিল। তবে গোপীনাথবাবুর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার স্ত্রী কনিকারানী সরকার অজ্ঞাতানামা আসামীদের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেছেন। সূত্রের খবর, শফিকুল ইসলাম নামে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তার এক মেয়ে ও এক ছেলে বর্তমান।

সাতক্ষীরায় পুলিশি অভিযানে নারীসহ আটক ৩১

সাতক্ষীরায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে দুইজন নারীসহ ৩১ জনকে আটক করেছে। এরা সকলেই বাংলাদেশের জেহাদী সংগঠন জামাতি ইসলামের জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে গত ১৯-২০ আগস্ট জেলার আটটি থানায় অভিযান চালিয়ে এদের আটক করা হয়। এদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা কী ছিল তা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

জেলা পুলিশের তথ্য বিভাগের আধিকারিক মিজানুর রহমান জানান, সাতক্ষীরার সদর থানার ১৬ জন, আশাশুনি থানার ৪ জন, কলারোয়ার ৩জন, তালয় থানার ৩জন, পাটকেল ঘাটায় ২ জন এবং কালিগঞ্জ, শ্যামনগর ও দেবহাটা থানায় ১ জন করে মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে জামাত শিবিরের তিনজন রয়েছে। তাদের কাছ থেকে অনেক গোপন নথি পাওয়া গিয়েছে।

আটক দুইজন মহিলা মোসলেমা খাতুন (৪৩) ও আয়েশা খাতুন (৪৫)-এর সঙ্গে জামাতের যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মোসলেমার স্বামী আমতলা মাদ্রাসার সুপার মোত্তাসিম বিল্লাহ একজন জামাত নেতা। তারই ভাই সাইফুল্লাহের স্ত্রী হলেন আয়েশা খাতুন। তাদের কাছ থেকে জামাতের বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ক বই পাওয়া গিয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে পুলিশের আশা।

মন্দিরের সেবায়েতকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা বাংলাদেশে

২৩শে আগস্ট মঙ্গলবার রাতে নরসিংহদীর একটি কালী মন্দিরের সেবায়েত চিত্তরঞ্জন আর্যকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করল জঙ্গিরা। ঐদিন রাত ১০টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রঘুনাথপুরে মোটরবাইকে করে ৩ জন যুবক আসে। তাদের প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র ছিল এবং ২ জন যুবক মুখোশ পড়ে ছিল। তারা রঘুনাথপুর কালী মন্দিরের পাশ্ববর্তী চিত্তরঞ্জনের দোকানে যায় এবং সেবায়েতকে চাপাতি দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হামলাকারীরা বাইকে করে পালিয়ে যায়। চিত্তরঞ্জনবাবুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে সেখানকার লোকজন। বর্তমানে আহত চিত্তরঞ্জনবাবু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। ডাক্তারবাবু তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন।

শিশুদের যেভাবে জঙ্গি বানাচ্ছে আইএস

ইরাকের কিরকুকে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানোর ঠিক আগের মুহূর্তে ২১শে আগস্ট, রবিবার ১২ বছরের এক শিশুকে আটক করেছে পুলিশ। শিশুটির গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ তাকে চ্যালেঞ্জ করে। তখন তার কোমরে বিস্ফোরকের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) তাকে আত্মঘাতী হামলার জন্য প্রস্তুত করে মাঠে নামিয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। এ ঘটনার একদিন আগেই তুরস্কে এক বিয়ে বাড়িতে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৫১ জন নিহত হয়েছে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগান বলেছেন, হামলাকারীর বয়স ১২-১৪ বছর। শিশু জঙ্গিদের ব্যবহার করে হামলার নজির ইরাক-নাইজেরিয়া হয়ে এবার তুরস্কে দেখা গেল।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী নিজেদের তথাকথিত 'খেলাফত' কায়েমে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই 'শাসন ব্যবস্থা' টিকিয়ে রাখতে শিশুদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে আইএস। 'আগামী প্রজন্মের' জঙ্গি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া হিসেবে বিদেশী সদস্যদের সন্তানদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে জঙ্গিগোষ্ঠী।

জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক জন হরগান ইউএসএ টুডে-কে বলেন, মোট ছয়টি ধাপে শিশুদের জঙ্গি হিসেবে গড়ে তুলছে আইএস। আইএসের কবল থেকে বেঁচে ফেরা বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকার, নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে হরগান এ বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন, প্রথম পদক্ষেপ মোহাবিষ্ট করা। ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিশুদের নিয়ে একত্রে জড়ো করে জঙ্গিরা। এরপর তাদের ক্যান্ডি খেলনা কিনে দেয়। ধর্মের কথা বলে কোরান তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা করে। বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন করে। এমনকি তাদের আইসক্রিম কিনে দেয়। ধীরে ধীরে তাদের হিংসাত্মক পথে নিয়ে যায়। সহিংসতায় অভ্যস্ত করতে তাদের বিভিন্ন শিরোচ্ছেদ অনুষ্ঠানে হাজির করানো হয়। অনেক সময় শিশুদের দিয়েই বিভিন্ন রক্তপাতের ঘটনা ঘটানো হয়।

আইএসের এক প্রোপাগান্ডা ভিডিওতে চার বছর বয়সী এক ব্রিটিশ শিশুকে মৃত্যুদন্ড দিতে দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, আইএস অধ্যুষিত এলাকায় শিশুদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। অন্তত ৫০জন ব্রিটিশ শিশু কিশোর ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে যুক্ত রয়েছে।

জাতিসংঘের নথি অনুযায়ী শুধু সিরিয়ায় ৩৬২ জন শিশু যুদ্ধকাজে জড়িত। এরমধ্যে ২৭৪ জন আইএসের আওতাধীন। এর আগে 'চিলড্রেন অব ইসলামিক স্টেট' নামের এক প্রতিবেদনে লন্ডনের সন্ত্রাসবিরোধী থিংক-ট্যাংক 'কুইলিয়াম' তার তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করেছেন, ৩১ হাজার গর্ভবতী নারীকে লালন করছে আইএস। তাদের গর্ভেই জন্ম নেওয়া শিশুরাই হবে আইএসের নতুন প্রজন্মের 'জঙ্গি'। জন হারগান বলেন, এখন এসব শিশু অবশ্যই 'ভিকটিম'। তবে তারা বড় হয়ে আগামী দিনের সন্ত্রাসী হবে। তখন কেউ তাদের ভিকটিম হিসাবে গণ্য করবে না।

জাল পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে অস্বীকার

প্রতিবাদে উত্তালে গাজোলের আলাল

গত ১৩ই আগস্ট জমি চাষ করার টাকা দেওয়াকে কেন্দ্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার গাজল থানার অন্তর্গত আলাল অঞ্চলে।

বাপি দাস (পিতা-সুবল দাস) নামক এক আলালের বাসিন্দা আলালেরই রাঙাপুকুর অঞ্চলের আমিরুল হক (পিতা-ইরফান আলি) এর কাছ থেকে জমি চষার জন্য পাঁচশো টাকায় ট্রাক্টর ভাড়া নেয়। পরেরদিন আমিরুল ভাড়ার টাকা নিতে এলে বাপির মা তাকে হাজার টাকার একটা নোট দেয়। আমিরুল পাঁচশো টাকার একটা নোট ফেরত দিয়ে চলে যায়। তারপর দিন ঐ নোট নিয়ে ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে গেলে ধরা পড়ে নোটটি জাল এবং কর্তৃপক্ষ নোটটির গায়ে পেন দিয়ে দাগ কেটে দেয়। আমিরুলের কাছে পাঁচশো টাকার নোটটি নিয়ে গেলে সে কয়েকদিন পর টাকা ফেরত দেবে বলে জানায়। এরপর বেশ কয়েকবার উভয়ের মধ্যে দেখা হলেও আমিরুল দিয়ে দেব বলে বারবার বাপিকে ঘোরাতে থাকে। গত ১৩ই আগস্ট শনিবার আলাল হাটে উভয়ের দেখা হলে বাপি আমিরুলের কাছে টাকা চায়। কিন্তু আমিরুল সরাসরি টাকা দিতে অস্বীকার করলে উভয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। বচসা মুহূর্তে মারামারিতে পরিণত হয়। হাটবার বলে সেখানে প্রচুর লোক উপস্থিত ছিল। প্রায় এক-দেড়শো মুসলমান আমিরুলের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং কোন কথা না শুনে হিন্দু হয়ে মুসলমানের গায়ে হাত তোলার অপরাধে বাপিকে মারধোর করে। আশেপাশের হিন্দুরা বাপিকে বাঁচাতে এলে তাদেরকেও মারা হয় বলে অভিযোগ। তারা বাপির গ্রাম আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে।

এলাকায় হিন্দু সংহতির কর্মী বলে পরিচিত বাপি দাস সংহতির উত্তরবঙ্গের প্রমুখ জিতেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সিআইকে ফোনে বিষয়টি জানান। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। ইতিমধ্যে মুসলমানরা গাজোল থানায় বাপির নামে ডায়েরি করে। হিন্দুরা রাতে থানায় ডায়েরি করতে গেলে মুসলমানরা তাদের ঘিরে রাখে। তারা গ্রাম থেকে বেরুতেই পারেনি বলে অভিযোগ। অবশেষে পুলিশ উভয় পক্ষকে ডেকে একটা মীমাংসা করে নিতে বলে। সেইমতো গত ২১শে আগস্ট গাজোল থানায় বসে উভয় পক্ষ বিষয়টি মিটিয়ে নেয়।

উল্লেখ্য, ২০০৮এ ঐ অঞ্চলে মন্দিরে গরু কেটে ফেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় হিন্দু-মুসলমানের। সেইসময় আশপাশের অঞ্চল এমনকি ১০ কিমি দূরবর্তী বিহার প্রদেশ থেকেও প্রায় ৬-৭ হাজার মুসলিম এসে হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করে। এবারের ঘটনায় তারই ছায়া দেখতে পেল আলালের হিন্দুরা। তাই তারা যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

১৬ই আগস্ট গোপাল মুখার্জীর স্মরণে পদযাত্রার কিছু মুহূর্ত

১। মঞ্চে অতিথিরা
২। মিছিলের একাংশ
৩। অংশগ্রহণে আদিবাসীরা
৪। শ্যামবাজার সভায় কর্মীরা
৫। মঞ্চে ভাষণরত হিন্দু সংহতির সভাপতি
৬। মিছিলে সংহতির মহিলা কর্মীরা
৭। বক্তব্যরত প্রধান অতিথি বিবেক অগ্নিহোত্রী
৮। হিন্দুর আশা-ভরসা সংহতির পতাকা
৯। গোপাল মুখার্জীর ছবি নিয়ে
১০। পায়ে পায়ে শ্যামবাজারের পথে
১১। একটু তৃষ্ণা নিবারণ

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas, Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686